জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৪ মার্চ, (বুধবার)

[সময়কালঃ ০৪.০৩.২০২০–০৮.০৩.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে হালকা থেকে মাঝারি এমনকি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই রবি ফসল কর্তন এবং ফসলে সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস এবং ফসলের স্তর বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক আলাদা আলাদা পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যেসব জেলায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- সেচ, সার, বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আগাম বপনকৃত পেঁয়াজ/রসুনের জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন।

বোরো ধান:

রিকভারি থেকে কুশি পর্যায়-

- এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করে কাইচ থোড় পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা নিধন করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃষ্টিপাতের পর কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বালাইনাশক প্রয়োগ করার আগে সেচের পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি/ট্রুপার @ ০.৬ গ্রাম/লিটার পানি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ৩২৫ এসপি এমিস্টার টপ মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গম:

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, জ্যাসিড বা ইঁদুরের আক্রমণ এবং ব্লাস্ট, পাতার মরিচা রোগ, পাতা পোড়া, পাতায় দাগ রোগ, গোড়া পচা, পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।
- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে হেক্সাকোনাজল অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে টেবুকোনাজল/কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- কাটুই পোকা নিয়ন্ত্রণে বৃষ্টিপাতের পর কার্বোফুরান @২০কেজি/হেক্টর অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকা নিয়ন্ত্রণে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগের আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে ফেলুন।
- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- ফুল পর্যায়ে বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকা নিয়ন্ত্রণে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি একরের জন্য ২০০ লিটার পানিতে ১ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড অথবা ৮০০ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ভুট্টা:

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- ভুট্টায় ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- স্টেম বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর দুইবার প্রতি হেক্টরে ১০০মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন প্রয়োগ করুন।

মসুর:

- বৃষ্টিপাতের পর পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন এবং জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া রোগ হলে বৃষ্টিপাতের পর সপ্তাহে দুইবার প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আলু:

- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে ফেলুন।
- সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপড়ার আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃষ্টিপাতের পর ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বৃষ্টিপাতের পর বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।

- আমে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ছত্রাক আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করান। টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন।
- ছাগলের ব্লিস্টার রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৪ মার্চ, ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৩ মার্চ, ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৪ মার্চ, ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	১৪	২৯.৮	২০.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩১.৬	১৭.৭
	টাঙ্গাইল	০০	৩০.০	১৭.৬		ঈশ্বরদী	০০	২৯.৫	১৭.৮
	ফরিদপুর	১০	২৭.৭	১৭.৮		বগুড়া	১৯	৩০.৫	১৮.৮
	মাদারীপুর	১৬	৩০.৩	১৭.৩		বদলগাছী	০০	২৯.৮	১৮.৫
	গোপালগঞ্জ	০৬	২৮.৫	১৮.০		তাড়াশ	০০	৩০.১	১৮.৬
	নিক্‌লি	১৪	৩০.২	১৭.০					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩০.০	১৭.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সামান্য	২৯.২	১৭.৬		দিনাজপুর	০০	৩০.০	১৭.৭
	নেত্রকোনা	০০	২৯.৩	১৭.৬		সৈয়দপুর	০০	৩০.১	১৭.২
						তেঁতুলিয়া	০০	২৮.৯	১৫.১
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩১.৭	২০.০		ডিমলা	০০	২৮.৬	১৬.৯
	সন্দ্বীপ	০০	৩০.৫	১৮.৯		রাজারহাট	০০	২৯.৬	১৬.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩২.০	১৬.৩					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩০.৫	১৬.৫	খুলনা	খুলনা	০১	২৯.৮	১৯.৫
	কুমিল্লা	০১	২৯.২	১৮.৫		মংলা	সামান্য	৩০.৮	২০.৫
	চাঁদপুর	২৮	২৯.০	১৮.৩		সাতক্ষীরা	০২	২৯.৮	১৯.৭
	মাইজদীকোর্ট	০৭	২৮.৬	১৮.৩		যশোর	০৭	২৯.৮	১৭.৪
	ফেনী	১৭	৩০.০	১৭.৮		চুয়াডাঙ্গা	০১	৩০.৫	১৭.৫
	হাতিয়া	০০	৩০.০	১৯.৫		কুমারখালী	০২	২৮.০	১৮.৫
	কক্সবাজার	০০	৩০.৪	১৭.০					
	কুতুবদিয়া	০০	৩১.৩	১৯.০	বরিশাল	বরিশাল	০৫	৩০.২	১৭.৮
	টেকনাফ	০০	৩০.০	১৮.০		পটুয়াখালী	০০	৩১.৪	২০.৬
						খেপুপাড়া	০০	৩০.৭	২০.৭
সিলেট	সিলেট	০০	৩০.২	১৭.৮		ভোলা	০২	৩০.০	১৭.৮
	শ্রীমঙ্গল	০১	৩০.৪	১৫.৭					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৮৮ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৮৩ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৩ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

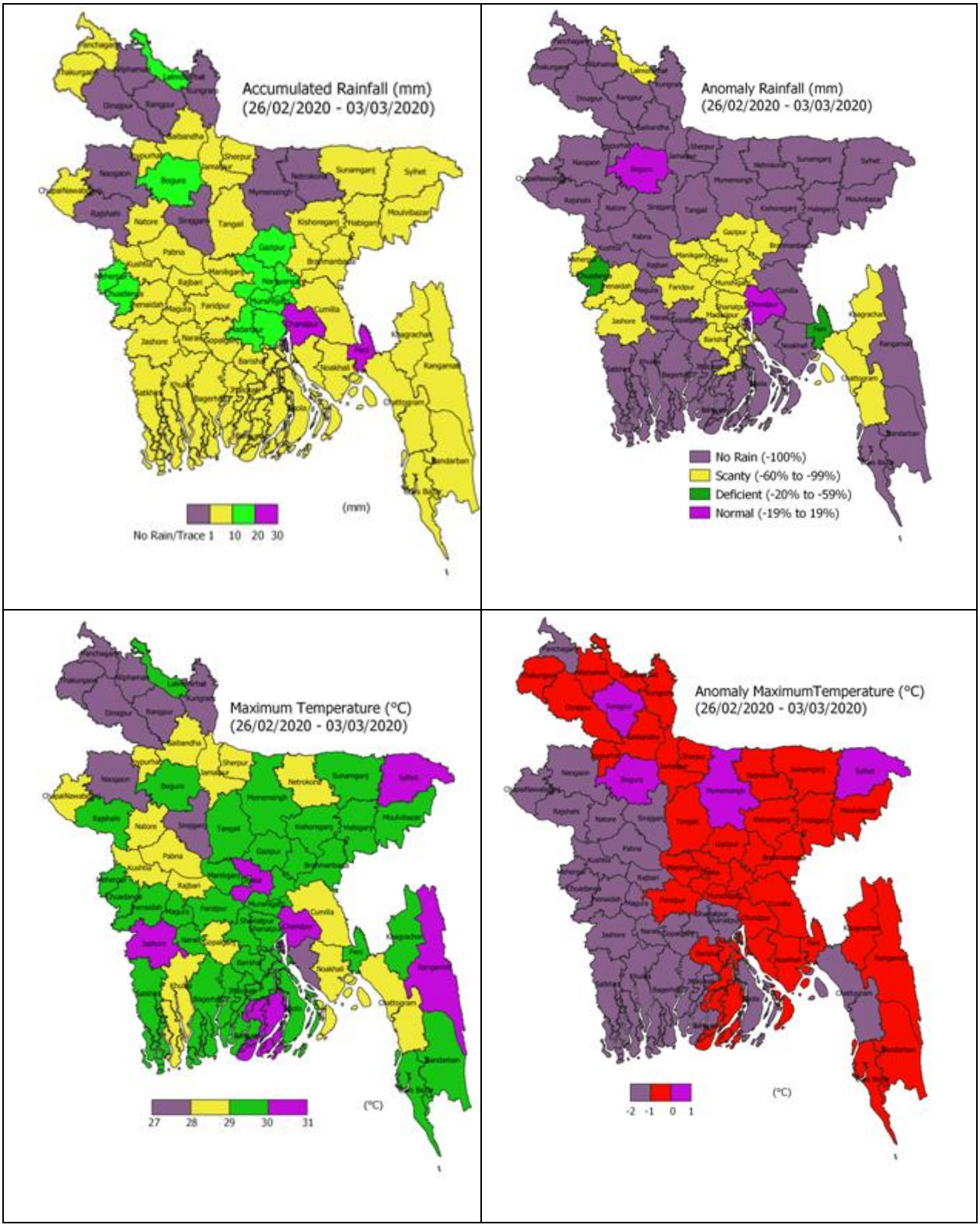

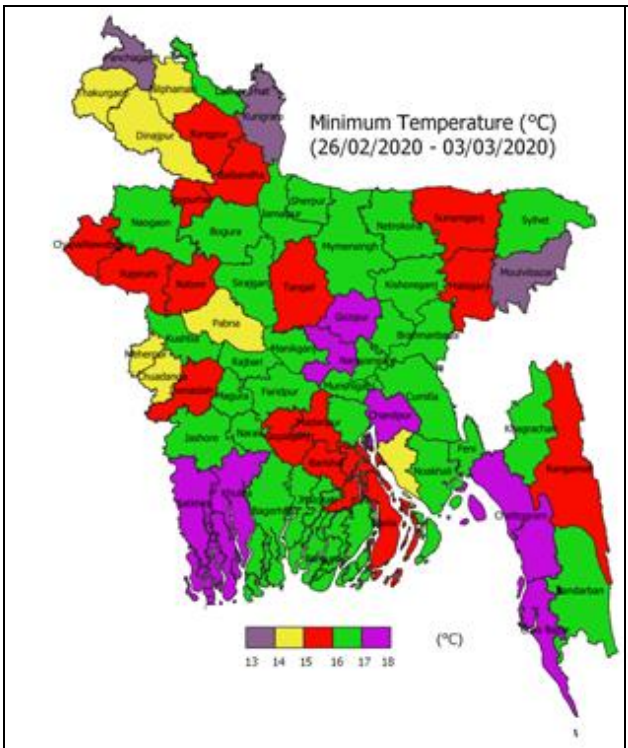
Minimum Temperature (°C)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(°C)
13 14 15 16 17 18

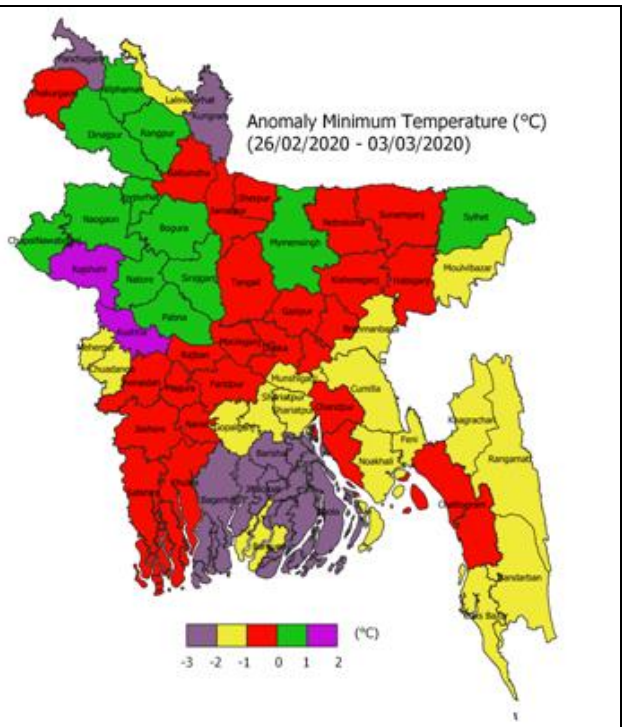
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(°C)
-3 -2 -1 0 1 2

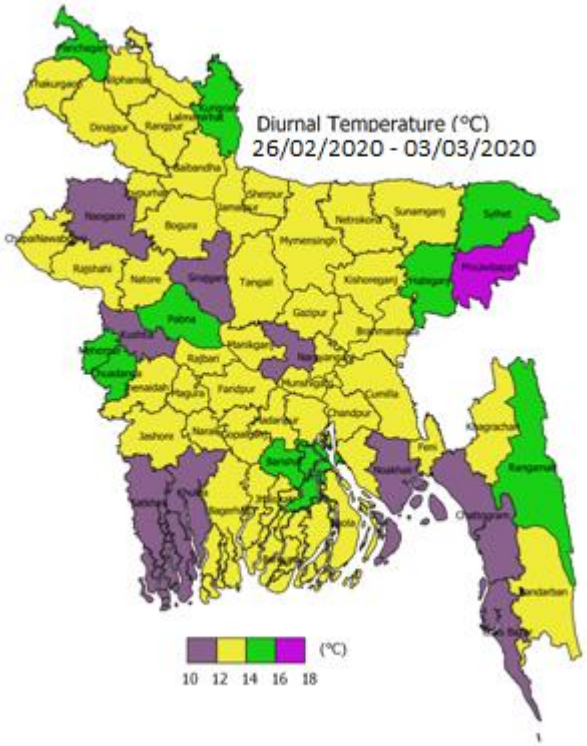
Diurnal Temperature (°C)
26/02/2020 - 03/03/2020
(°C)
10 12 14 16 18

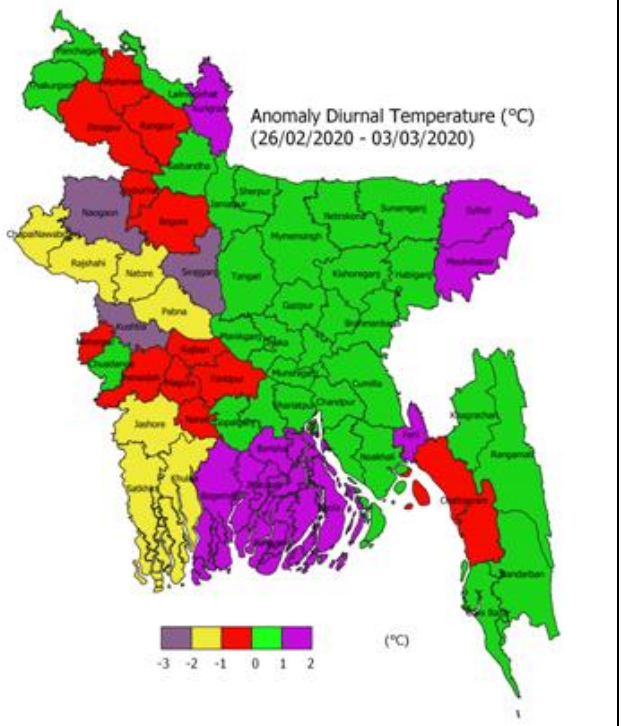
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(°C)
-3 -2 -1 0 1 2

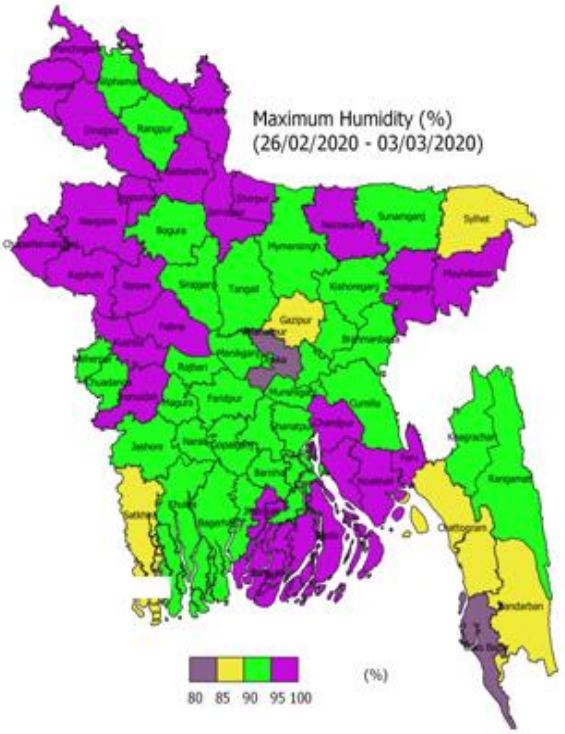
Maximum Humidity (%)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(%)
80 85 90 95 100

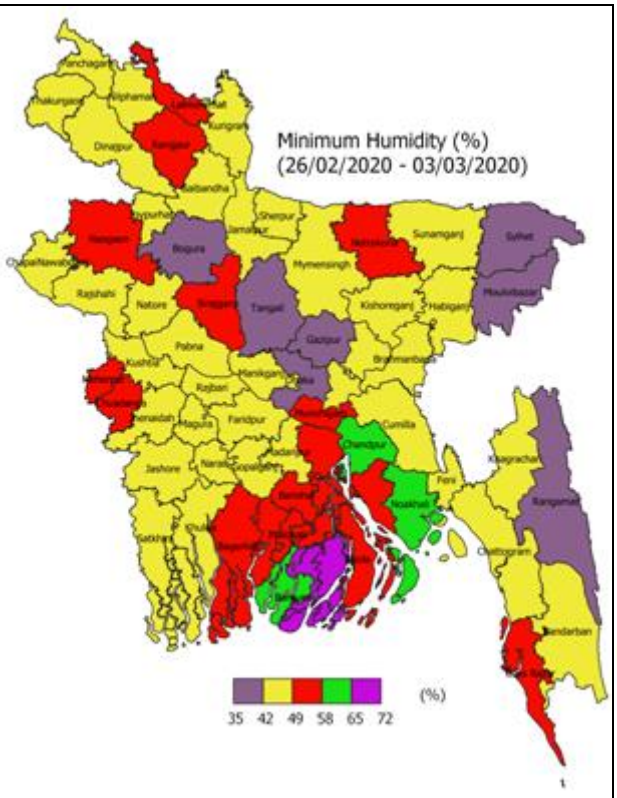
Minimum Humidity (%)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(%)
35 42 49 58 65 72

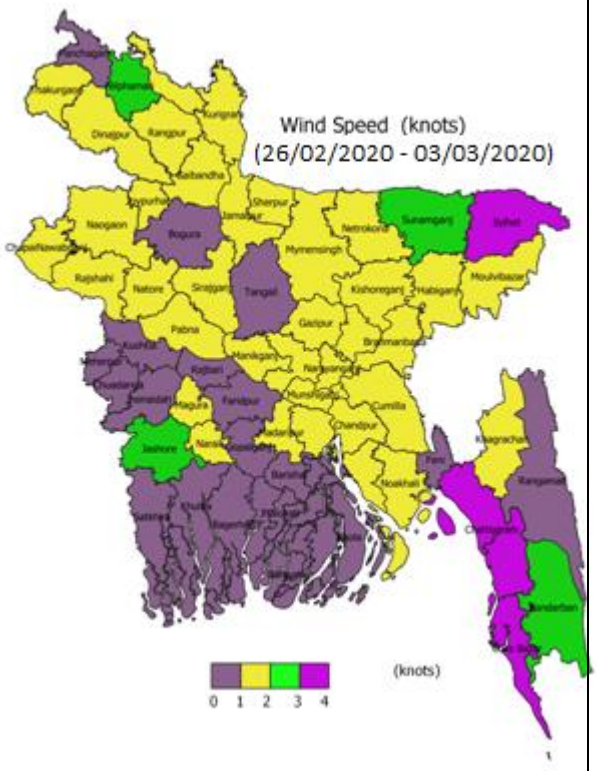
Wind Speed (knots)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(knots)
0 1 2 3 4

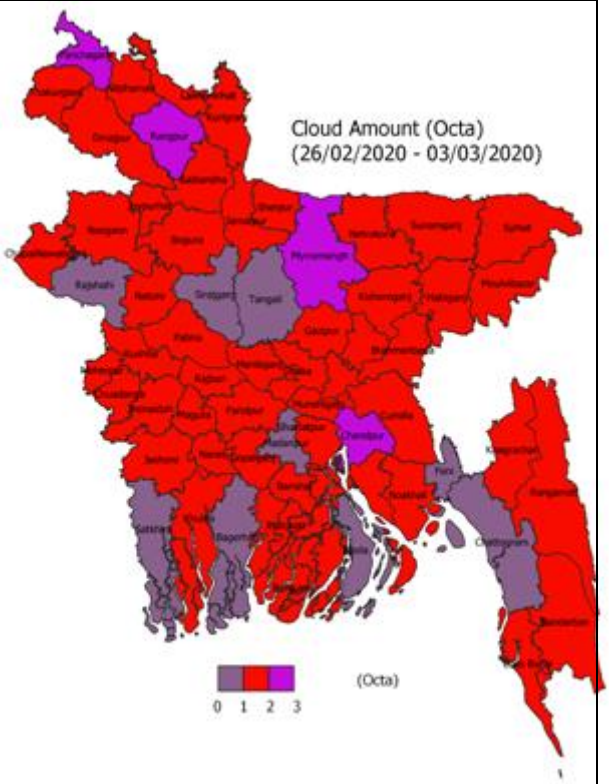
Cloud Amount (Octa)
(26/02/2020 - 03/03/2020)
(Octa)
0 1 2 3

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০১/০৩/২০২০ হতে ০৭/০৩/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহে সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু স্থানে এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের দুই এক স্থানে অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০ মি.মি/দিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি.মি/দিন) ধরনের বৃষ্টি/ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।
- এ সময় সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৪ মার্চ হতে ০৮ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত)

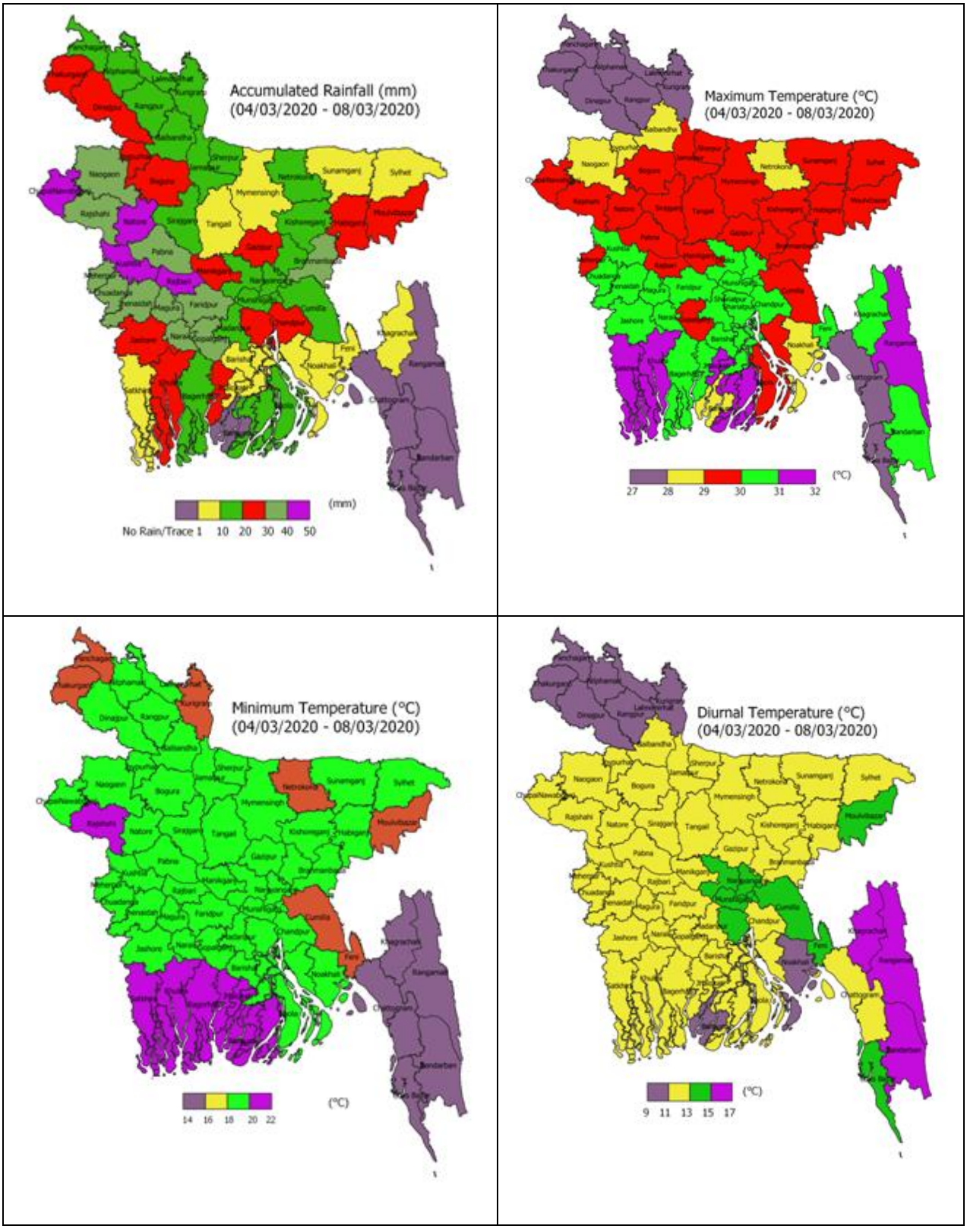

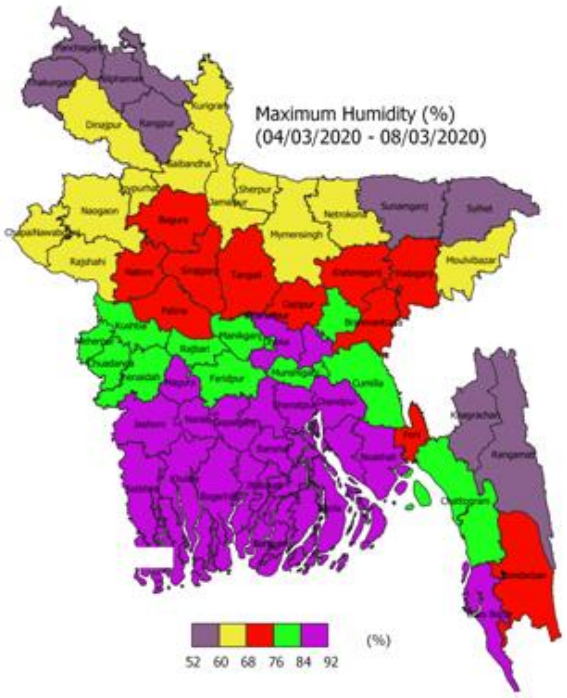
Maximum Humidity (%)
(04/03/2020 - 08/03/2020)
(%)
52 60 68 76 84 92

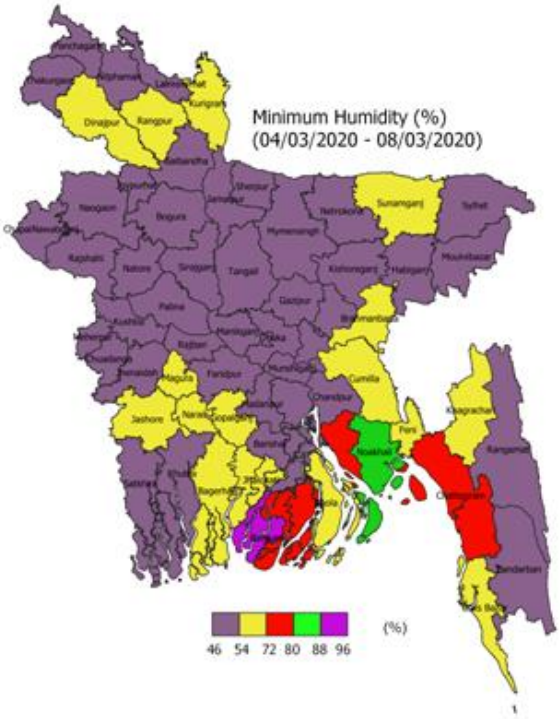
Minimum Humidity (%)
(04/03/2020 - 08/03/2020)
(%)
46 54 72 80 88 96

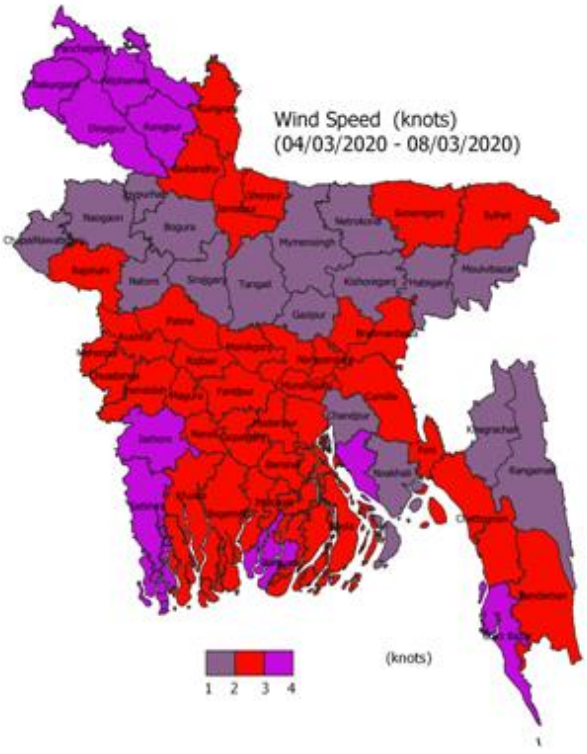
Wind Speed (knots)
(04/03/2020 - 08/03/2020)
(knots)
1 2 3 4

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 08 (18 February-24 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

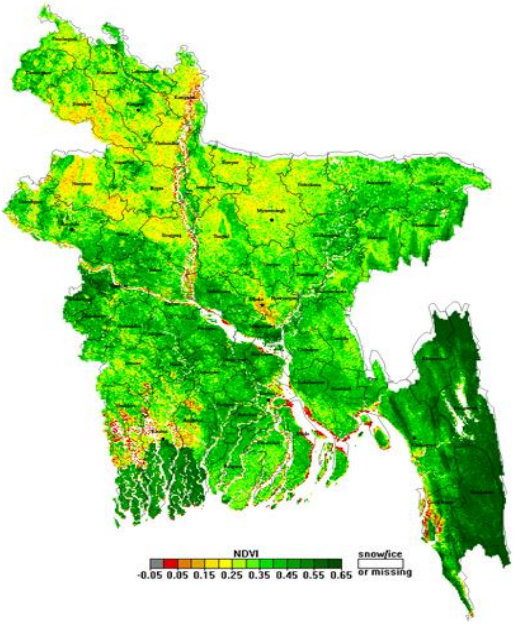

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 08 (18 February-24 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

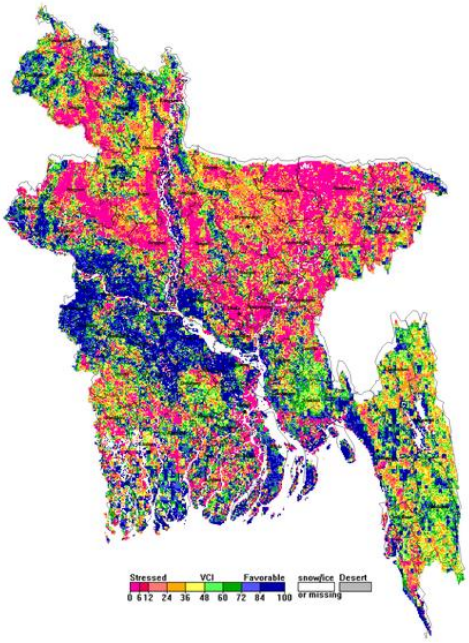

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 08 (18 February-24 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

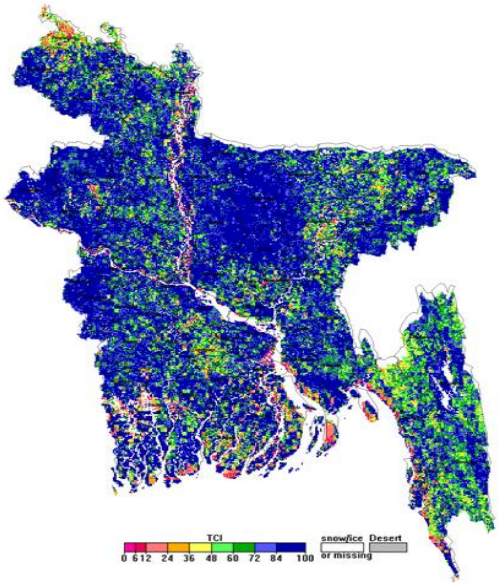

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 08 (18 February-24 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

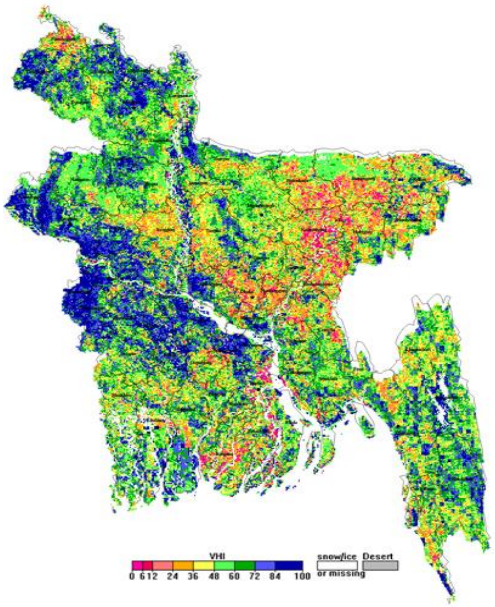

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মার্চ ২০২০ সহ দক্ষিণ (চাঁদপুর) এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (বগুড়া, নীলফামারী) জেলা অতিমাত্রায় ভেজা পরিস্থিতি ছিল, এবং দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভেজা পরিস্থিতি ছিল। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলগুলিতে অতিমাত্রায় শুষ্ক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।

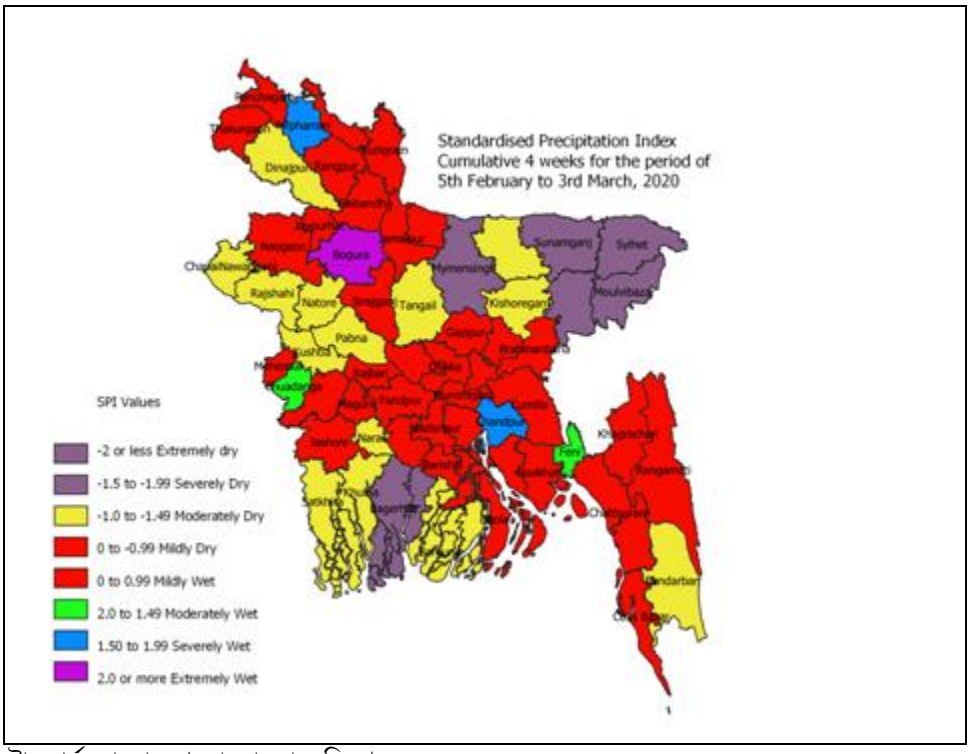

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর